# উড়ালগদ্য-৮

## কাজী জহিরুল ইসলাম

## আমরাও একদিন বিশ্বকাপ জিতবো

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়। এখনো তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক। যে কোনো দিন ঝুপ করে ঠান্ডা পড়ে যাবে। ইউরোপীয় ঠান্ডার কোনো মা-বাপ নেই। যখন তখন নেমে যায়। ডেনিশরা বলেন, ওয়েদার আর ডেনিশ রমনীর মন, বোঝা যায় না। এই ভালো তো এই কালো।

লন্ডনের গেটউইক এয়ারপোর্টে আন্তমহাদেশীয় কোনো বিমান উঠা-নামা করে না। এখানে শুধুমাত্র ইউরোপীয় বিমানগুলোই উঠা-নামা করে। দূর পাল্লার বিমানের জন্য রয়েছে বিশ্বখ্যাত লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর। যেহেতু এখানে শুধুমাত্র ইউরোপীয় বিমানই আসা-যাওয়া করে কাজেই আমাদের অঞ্চলের মানুষও খুব একটা এই এয়ারপোর্টে চোখে পড়ে না। ডিপার্চার লাউঞ্জের কাচের দেয়ালের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্লেনের উঠা-নামা দেখছি। অগ্নি আর সালমা আইসক্রিমের দোকানে বসে আইসক্রিম খাচ্ছে। হঠাৎ মুক্তি আঙুল তুলে বললো, এই লোকটা ক্রিকেট খেলে না, চেনা চেনা লাগছে। তাকিয়ে দেখি ওয়াসিম আকরাম। আমার চরিত্রের একটা সীমাবদ্ধতা হলো, পকিস্তানীদের সাথে সখ্যতা হয় না। ওদের দেখলেই মাথার মধ্যে ত্রিশ লাখ, দুই লাখ এইসব পরিসংখ্যানগুলো গিজগিজ করে। পঁচিশে মার্চের ক্র্যাকডাউন, রাজারবাগ পুলিশলাইনে গনহত্যা, ১৪ ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং সর্বোপরি আমার নিজের পরিবারের ক্ষত, একাত্তুরের এক কালো রাতে আমার একমাত্র চাচা সুরুজ কাজীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বুকের মধ্যে কেবল পাক দিয়ে ওঠে। শৈশবে একটা দৃশ্য সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসতো। গভীর রাত। পড়ার টেবিলে নুয়ে পড়ে স্কুলের পড়া মুখস্ত করছি। হঠাৎ দরোজায় টোকার শব্দ। আমি চমকে উঠি। এতো রাতে কে এলো? উঠে গিয়ে দরোজা খুলি। দেখি বড় বড় গোঁফ-দাড়ি, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুক নিয়ে এক মস্তবড় যুবক দাড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, চিনতে পারছিস না, আমি তোর সুরুজ চাচা। আনন্দে আমার চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। আমি আশৈশব স্নেহের তৃষ্ণা নিয়ে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লাম।

আমার শৈশবের সেই স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হয় নি। কোনোদিন হবেও না। মুক্তিযুদ্ধের ৩৫ বছর পর একথা বিশ্বাস করার আর কোনো কারণ নেই যে আমার চাচা সুরুজ কাজী আজো বেঁচে আছেন। একাত্তুরের এই যুদ্ধাপরাধের জন্য পাকিস্তানী সাধারণ জনগনের কোনো দায় নেই। পৃথিবীর নানান দেশে বেড়াতে গিয়ে, নানান দেশে কাজ করতে গিয়ে অনেক পাকিস্তানীর সাথে পরিচয় হয়েছে। অনেকের সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ খোলামেলা আলোচনাও হয়েছে। কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবু কেন জানি কোনো পাকিস্তানীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে গেলেই আমার চাচার লাশ সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু

আমার চোখের সামনে এখন যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েই তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তার পাকিস্তানী হওয়ার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি ১৯৯৯ সালের ৩১ মে। কোটি কোটি বাংলাদেশী ক্রিকেটভক্তের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন সেদিন এই বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার যখন নর্দানম্পটন প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশের টাইগাররা প্রথমবারের মতো নন-টেস্টপ্লেয়িং কান্ট্রি হিসাবে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে হারিয়ে দিয়েছিলো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে। আর কোনোরকম দ্বিধা না করে সবার আগে যে মানুষটি বিরোধী শিবিরের সাজঘর থেকে ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ শিবিরে, খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা তথা সমগ্র জাতিকে বিজয়ের অভিবাদন জানাতে, তিনি ওয়াসিম আকরাম। সেদিন বাঙালী জাতি যেনো আরো একবার একাত্তুরের মতো বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিলো। এ বিজয় আমাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়েছিলো বহুগুন। মথা উঁচু করে বলতে শিখিয়েছিলো, আমরাও পারি। ওয়াসিম আকরামের এই অভিবাদন জানানোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তার খেলোয়ারসুলভ সুন্দর ও সুস্থ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিলো, অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রতি তার নির্মল ভালোবাসা এবং জেষ্ঠ ক্রিকেটারের দায়িত্বশীলতাও প্রমাণিত হয়েছিলো। সেই বিশাল হৃদয়ের ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ইতস্তত, দ্বিধান্বিত এদিক সেদিক ছুটছেন তিনি। কাউকে খুঁজছেন হয়তো। আমাদের পাশ কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন। ঘুরে ঘুরে আবার ফিরে এলেন, হাতে একটা ছোট্ট ট্রলি ব্যাগ। এবার আমি এগিয়ে গেলাম। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলাম। কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। তারপর শুরু হলো ফটোসেশন। আমাদের ছোট্ট দলটির অন্যরাও ছবি তুলতে আগ্রহী হলো। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলছে ঘন ঘন। একসময় ফটোসেশন শেষ হলো। বিদায় নেবার আগে তিনি শুধু ছোট্ট করে একটি কথাই বললেন, তোমরাও একদিন বিশ্বকাপ জিতবে। নর্দাম্পটনের সেই বিজয়ের পর থেকে আজ পেরিয়ে গেছে সাতটি বছর। এরি মধ্যে আমরা হারিয়েছি, ভারত ও আরেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে এবং এইতো সেদিন, বগুড়ার মাটিতে ক্রিকেটের অন্যতম জায়েন্ট শ্রীলংকান সিংহদেরকে।

আজ এই স্বাধীনতা দিবসের মাসে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলতে ইচ্ছে করছে, সেই দিন হয়ত আর বেশী দূরে নেই যেদিন বিশ্বকাপের শিরোপা নিয়ে ঘরে ফিরবে একদল রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

আবিদজান
০১/০৩/০৬